ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা

গ্রন্থনা
মুহাম্মদ জাইনুল আবেদীন

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৪

প্রকাশনা সংখ্যা
২৯

প্রচ্ছদ
মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

হরফবিন্যাস
পরাগল ॥ ঢাকা

একমাত্র পরিবেশক
রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ- ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৯১৫-৪৬২৬০৮

মূল্য ঃ ৩৬০,০০ (তিনশো ষাট টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-90618-9-2
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

ISLAM-A JIBIKER NIRAPOTTA
Writer- Mawlana Muhammad Jaymul Abedin
Published by: Rahnuma Prokashoni. Price: Tk. 360.00, US $ 08.00 only.

উৎসর্গ

আমার আত্মার ধন—তিন পুত্র
সালমান আদীব
আফফান লাবীব
আম্মার শাবীব
হে আল্লাহ!
দুনিয়াকে তাদের চোখে ছোট করে দাও
আর আখেরাতকে করো বড় এবং
পরম প্রার্থনীয়!
আবিদীন

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা-র সম্মানিত শাইখুল হাদীস প্রখ্যাত গবেষক আলেমে দীন হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সাহেবের

ভূমিকা

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد،

নিখিল সৃষ্টি আল্লাহ জাল্লা শানুহু'র পোষ্য (বাযযার; তাবারানী, আবু ইয়ালা)। প্রতিটি জীবের জীবনধারণের যাবতীয় উপকরণ তিনিই যুগিয়ে থাকেন। ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন জীব নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নয়। [হূদ : ৬] আল্লাহই রিয্কদাতা এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত [যারিয়াত : ৫৮]। এটা আল্লাহ তাআলার রাবূবিয়্যাত ও তাওহীদী বিশ্বাসের অন্যতম প্রধান ধারা। মুসলিমমাত্রই তার অন্তরে এ বিশ্বাস লালন করে থাকে। ইসলাম মানুষকে যেসকল আকীদা-বিশ্বাস শিক্ষা দেয় তার প্রতিটিই গভীর তাৎপর্য বহন করে। তার কোনওটি কথামাত্র নয়, যার উচ্চারণেই সবক শেষ। বরং তার প্রত্যেকটিই বিশেষ বার্তা বহন করে, বিশেষ শক্তি ধারণ করে। সেই বার্তার উপলব্ধিতেই তার শক্তি নিহিত। বার্তাটি যখন হৃদয়ে পৌছায়, তখন তার পরতে পরতে আকীদার শক্তি সঞ্চারিত হয়। তখন ব্যক্তি মানুষের প্রতিটি গতি-যতি সেই শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অতঃপর সে বিশ্বাস আর জীবনবর্জিত দর্শনমাত্র হয়ে থাকে না; বরং জীবনঘনিষ্ঠ আচরণে পরিণত হয়ে যায়। বিশ্বাসের বাণীটি তখন মানুষের বহুবৈচিত্রময় করণ-কথনে মূর্ত হয়ে ওঠে। এখানেই ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের মহিমা।

একটা সময় ছিল, যখন মুসলিম গণমানুষের অন্তরে প্রতিটি বিশ্বাসের মর্মবাণী বিভাসিত ছিল। তখন বিশ্বাসই তাদের জীবন পরিচালিত করত। বিশ্বাস দ্বারাই তাদের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে ব্যক্তিজীবন ছিল শুচিশুদ্ধ এবং সমাজ আলোকস্নাত। সে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা আপনিই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সে লক্ষ্যে পৃথক প্ল্যান-পরিকল্পনার দরকার হয়নি। বস্তুত সমাজ বিপ্লবের জন্য বিশ্বাসচর্চার কোন বিকল্প নেই।

আজ সাধারণের তো বটেই, বিশিষ্টদেরও অনেকের বিশ্বাসে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। ➔... ڈ ڈ ڈ ڈ ➔ তথা জড়বাদের নির্বিচার চর্চায় যেন সকলে মত্ত-মাতাল। ➔ ڑ ڑ ➔ তথা অর্থবিত্তের নির্বিশেষ প্রতিযোগিতা সর্বত্র প্রকট। মানুষের জীবনধারা উত্তরোত্তর তার বিশ্বাসের সাথে সম্পর্করহিত হয়ে পড়ছে।

বিশেষত জীবিকার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দৌড়ঝাঁপ, সামাজিক চিন্তা-ভাবনা ও রাষ্ট্রীয় গতিবিধিতে যে বেলাগাম অস্থিরতা বিরাজ করছে, তা দৃষ্টে মনে হয় বিশেষ বোধ-বিশ্বাসের সাথে যেন এর কোন সম্পর্ক নেই। অথচ জীবিকার ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিশ্বাস আর সেই বিশ্বাস অনুযায়ী এঁকে দেওয়া আছে জীবনযাত্রার এক সুষ্ঠু, সুষম ও পরিচ্ছন্ন নকশা। সন্দেহ নেই, প্রতিটি মুসলিম মনেপ্রাণে সে বিশ্বাস লালন করে, কিন্তু সেই বিশ্বাসকেন্দ্রিক জীবনছকটি সকলের সামনে পরিস্কার নয়। অর্থাৎ চোখ খুলে তারা সে দিকে তাকাচ্ছে না। তা যদি তাকাত, তবে এভাবে অনির্দেশ্য যাত্রার ফযূল মেহনতে নাকাল-নিগৃহিত হত না। বরং জীবিকাসূত্রে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে গেঁথে রাখা সেই সুবিন্যস্ত ছকটি দেখে তাজ্জব হয়ে যেত এবং রুটি-রুজির নিশ্চয়তাবোধে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় নিজেকে সেই ছকে সমর্পণ করত। হ্যাঁ, আমাদের চোখ মেলে তাকানো দরকার। জীবিকা-নির্বাহের আসমানী ব্যবস্থাটিতে নজর বুলিয়ে বিশ্বাসটিকে আরও স্বচ্ছ ও পাকাপোক্ত করা দরকার। তবেই আমরা জীবিকার ধান্ধায় আন্ধা আত্মনিগ্রহ থেকে খালাস পেতে পারি এবং সমাজও রক্ষা পেতে পারে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানির দুর্বিপাক থেকে।

আল্লাহ তাআলা সুলেখক মাওলানা যাইনুল আবিদীন সাহেবকে অনেক অনেক জাযায়ে খায়র দান করুন। 'ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা' শীর্ষক এ রচনা দ্বারা তিনি আমাদের পক্ষে বিশ্বাসের এ পাঠটিকে সহজ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ চমৎকার ভাষাশৈলীতে চৌদ্দশ বছর আগে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর জ্ঞানোৎস হতে প্রাপ্ত জীবন-জীবিকার ছকটিই তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে এ বিষয়ক কোন রচনা প্রকাশ পেয়েছে কি না জানি না। আমার নজরে এটিই প্রথম। আগাগোড়া সবখানি পড়েছি। পড়ার পর মনে হয়েছে বইটির বড় দরকার ছিল। নিশ্চিত করে বলতে পারি, পাঠক সাধারণ এর দ্বারা নিজ বিশ্বাসকে ঝালাই করার ও দৃষ্টিকে প্রসারিত করার সুযোগ পাবেন। বইখানিকে আল্লাহ তাআলা লেখকের এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের সকলের নাজাতের অছিলা হিসেবে কবূল করুন। তিনি আমাদেরকে দীন-দুনিয়ার সালামত ও আফিয়াত নসীব করুন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.

আবুল বাশার

২১.০৫.২০১৪

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘদিন ধরে লালিত একটি স্বপ্ন পূরণ হলো। জীবিকা সম্পর্কে ইসলামের দর্শন এবং পূর্বসূরি মনীষীগণের যাপিত দৃষ্টিভঙ্গি জানার আগ্রহ ছিল আমার নিজের। বিশেষ করে রমযান মাসে কুরআন তেলাওয়াত করার সময় ডায়েরিতে রিজিক সম্পর্কিত আয়াতগুলো টুকে রেখেছি। বারবার পড়েছি। এ সম্পর্কে রচিত পূর্বসূরি মানিত লেখকগণের রচনা যখন যা পেয়েছি সংগ্রহ করেছি। পড়েছি। ভেবেছি। অবশেষে রচনায় হাত দিয়েছি ২১.৩.২০১৩ তারিখে। আল্লাহ তায়ালা এর সমাপ্তি নসিব করেছেন ২৯.১২.২০১৩ তারিখে। সকল প্রশংসা তাঁর।

'জীবিকা' মানব জীবনের একটি মৌলিক দাবি। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উপেক্ষা যেমন বৈরাগ্যের লাঞ্ছনাকে ডেকে আনে, তেমনি অবাধ প্রতিযোগিতা ডেকে আনে কারুন ও শাদ্দাদের ধ্বংস। তাই দলিল ও যুক্তির নিরিখে এর কাঙ্ক্ষিত প্রার্থিত ও সাদরিত মাত্রা অক্ষুণ্ন রেখে গ্রন্থরচনা যথেষ্ট দুরূহ বিষয়। যদিও এ ক্ষেত্রে আমাদের অবিসংবাদিত পূর্বসূরিগণের মত চিন্তা ও দর্শনকেই আমি নতুন বিন্যাসে সাজিয়েছি মাত্র। তবুও বিন্যাস ও উপস্থাপনের ভাষা ও ভঙ্গি যেহেতু সম্পূর্ণ আমার—তাই পাঠকের হাতে যাওয়ার আগেই ভেবেছি পূর্ণ রচনাটি এমন কারো গোচরে আনতে, যিনি জ্ঞানের গভীরতা ভাষার পাণ্ডিত্য এবং রচনাশৈলীতে বরিত ও সমাদৃত। আমার সৌভাগ্যই বলব—আশাতীতভাবে গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়ে একখানা ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আমাদের জামিয়ার সম্মানিত শাইখুল হাদীস প্রখ্যাত গবেষক ও বিদগ্ধ অনুবাদক হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সাহেব। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলছি—জাযাহুল্লাহু খায়রান।

আমি পুরোনো চরিত্রের মানুষ। কম্পিউটার জানি না। তাই যেসব হাদীসের সনদ ও মান পঠিত গ্রন্থে পাইনি, শামেলা ঘেঁটে সেগুলোর সুরাহা করে দিয়েছেন স্নেহাস্পদ মাওলানা আবদুল হাকীম মাওলানা শিবলীর আহমদ ও মাওলানা ইমরান হাসানসহ অনেকেই। তাঁরা সকলেই জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার সম্মানিত উস্তাদ। আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। বড় প্রয়োজনের মুহূর্তে সৌদি আরব থেকে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ কিতাবদুটি হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন স্নেহাস্পদ হাফেয শাহেদুযযামান। ইমাম গাযালীর ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থটি ধার দিয়ে উপকার

করেছেন মাকতাবাতুস সালামের সত্বাধিকারী মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব। আর প্রুফ সংশোধনের মতো জটিল কাজটি সম্পাদন করেছেন দৈনিক আমাদের সময়-এর সাব এডিটর প্রিয় শুভার্থী আতিকুর রহমান। অপরিশোধ্য এইসব ঋণের অলঙ্কার বুকে করে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আমার দীর্ঘ চিন্তা কল্পনা ও শ্রমের ফসল 'ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা'।

বইটি প্রকাশের ভার নিয়েছে রাহনুমা প্রকাশনী। প্রতিষ্ঠানটি বয়সে প্রাচীন না হলেও মননে এবং মানে এরই মধ্যে অনন্য আসন লাভ করেছে পাঠকের অন্তরে। ইচ্ছা ছিল—কোনো একটি মর্যাদাশীল প্রতিষ্ঠান থেকে বইটি প্রকাশিত হোক। আল্লাহ তায়ালা সেই আশাও পূরণ করেছেন।

মুনাজাত করি—আমাদের এই সামান্য প্রয়াসকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। গ্রন্থের কথাগুলো আলো হয়ে আমাকে, আমার তিন পুত্রকে এবং সকল পাঠককে শান্তি তৃপ্তি ও স্বস্তির পথ দেখান এবং দয়াময় আল্লাহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন!

দোয়ার মুহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
১১.৬.২০১৪

সূচি

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহই রিজিকদাতা
একটি চমৎকার ঘটনা
সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ!
করুণা ও নৈপুণ্যের অবাক মিশ্রণ
জীবিকা ও বিশ্বাস
মানুষের মর্যাদা
সম্পদে মালিকানা: মানবমর্যাদার স্মারক
জীবন ও জীবিকার ভার: ধাপে ধাপে
মা-বাবা জীবিকালাভের প্রথম মাধ্যম
সন্তান পরকালের সঞ্চয়
উপার্জন
হালাল উপার্জনের গুরুত্ব
ইসলাম সম্মানের ধর্ম
স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা
হালাল পেশা
ব্যবসা-বাণিজ্য
কৃষিকাজ
শ্রমবিনিময়
উপার্জন ও তাওয়াক্কুল
উপার্জন ও সঞ্চয়
মিরাছও জীবিকার মাধ্যম
আত্মীয়স্বজন
প্রতিবেশী ও জীবিকার আশ্রয়
আমাদের জানাযাও দীনের দাওয়াত
যাকাত সরকার ও সমাজপতি
এই অভিশাপ থেকে মুক্তির বিকল্প পথ
সন্তান
মা-বাবার অধিকার: চমৎকার দুটি গল্প

আল্লাহ তায়ালা চাইলে উপলক্ষ ছাড়াও খাওয়াতে পারেন
আল্লাহ চাইলে খানাপিনা ছাড়াও বাঁচিয়ে রাখতে পারেন
অসীম কুদরতের আরেক উপমা
আকাশ থেকে খাদ্যবোঝাই খাঞ্চা
বান্দার কাজ শুধুই হালালপন্থায় চেষ্টা করা
কেন এই উপার্জনের ভার

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবিকায় বরকত লাভের উপায়
বরকতের মর্ম
আমাদের রিজিক আকাশে
ঈমান তাকওয়া বরকত
অবাক করা বরকত: তিনটি ঘটনা
অন্য রকম বরকত
আমার পুত্র পালাতে পারে না
খাদ্যে নুর খাদ্যে অন্ধকার
নেশা ও অন্বেষায় হালাল
খরচে মধ্যপন্থা : বরকত লাভের সহজ উপায়
মধ্যপন্থা তুষ্টি সন্তুষ্টি এবং দৃষ্টি
আয় নয়—চাই ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ
তাকওয়া: অভাবমুক্তির উদার আশ্বাস
তাওয়াক্কুল : মুমিনের শক্তি
তাওয়াক্কুল ঈমানের প্রতীক
বিয়ে বয়ে আনে বরকত ও সম্পদ
আত্মীয়তার বন্ধন বরকত লাভের পথ
নামায মুমিনের বিশ্বস্ত আশ্রয়
হজ ও ওমরা মুছে ফেলে অভাব
যাকাত ও সদকা সম্পদে বরকত আনে
দান ও বরকত: একটি টাটকা কাহিনী
সূরা ওয়াকেয়াহ মুমিনের পরীক্ষা
পাপ বঞ্চনা আনে তাওবা আনে বরকত

১১| ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা
ঘরে ঢুকতে সালাম দাও বরকত হবে
দোয়ার বিস্ময়কর ফল
আরো দুটি ঘটনা: ঈমানের পাঠশালা
দোয়া ঈমানের পরিচয়
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
আমাদেরকে এই পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে
আমাদের পথ মুহাম্মদ সা. আমাদের আশ্রয় আল্লাহ

প্রথম অধ্যায়

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقد قال الله الرب الكريم:ﭽ ب ب ب ب ب ي ي ب ي يث ث ذ ذ
ث ﭼ

***

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক ভয়াবহ প্রতিকূল পরিবেশে। সেকালের পাষাণ রাজা ফেরাউন একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। রাজদরবারের গণক ও জ্যোতির্বীরা মিলে রাজাকে বলেছিল—রাজা মহোদয়! আপনার ক্ষমতার পতন হবে একজন ইসরাইলি ছেলের হাতে। স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা শুনে ফেরাউন ঘাবড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু নার্স নিয়োজিত করে। তাদেরকে আদেশ করে—কোনো ইসরাইলির ঘরে পুত্রসন্তান জন্ম নিলে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলবে। কিন্তু নারীর কোমল মন জল্লাদ হতে দেয়নি তাদের। ফেরাউন যখন ডেকে জানতে চায় তারা সবিনয়ে বলে দেয়—ইসরাইলি মেয়েরা আমাদের শহুরে মেয়েদের মতো সৌখিন নয়। তাদের নার্স আর ধাত্রীর প্রয়োজন পড়ে না। নিজেদের মতো করে সন্তান প্রসব করে। আমরা অনেক সময় সংবাদই পাই না। ফেরাউন বুঝতে পারে—তার এই পাথর-আইন এই কোমলমতি নারীদের দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। তারপর ফেরাউন এই পাষাণ হুকুম পালনের জন্যে স্পেশাল ফোর্স নিযুক্ত করে। তারা নেমে পড়ে ইসরাইলিদের বাড়িঘর তল্লাশি ও নবজাতক শিশুখুনের ভয়াবহ অভিযানে। জুলুম ও জঘন্যতার সে এক পাথরকাল!

এই সময় জন্মগ্রহণ করেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। পুত্রজন্মের আনন্দ মিলিয়ে যায় পুত্রহারানোর আতঙ্কে। অনুক্ষণ একই ভয়—কখন এসে হামলে পড়ে ফেরাউনের জল্লাদবাহিনী। শ্বাসরুদ্ধকর এই আতঙ্কের ভেতর দিয়ে কেটে যায় তিন মাস। অবশেষে কফিনের মতো একটি বাক্সে ভরে এই দুধের শিশুকে ভাসিয়ে দেন ঢেউখেলা দরিয়ায়। নীলদরিয়ায় ভেসে যাচ্ছে একটি কাঠের তৈরি ক্ষুদ্র কফিন। দরিয়ার তীর ধরে হেঁটে যাচ্ছে তার বড় বোন। কফিনের ভেতর খেলা করছেন আগামী দিনের পয়গাম্বর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। কী করুণ কাহিনী!

দরিয়ার স্রোত আর শিশুতরঙ্গের টানে কফিন এসে ভিড়ে রাজমহলের তীরে। শিশুনবীর অপার রূপ-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ রানী। ফেরাউন 'এই আমার শত্রু' বলে খুন করতে উদ্যত হলেও রানী আছিয়া বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সানুনয় আবদার জানায়—একে আমি পালব। এই দৃষ্টিনন্দন শিশু হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের চোখ শীতল করবে। ফেরাউন ফেলতে পারে না রানীর সানুনয় আবদার। হযরত মূসা আলাইহি সালাম লালিত পালিত হতে থাকেন শত্রুর ঘরে। শত্রুর সর্বোচ্চ স্নেহ মমতা ও যত্নরসে। হে আল্লাহ! কী অপার কুদরত তোমার!

***

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যুবক হওয়ার পর জানতে পারেন—তিনি রাজপরিবারের সন্তান নন। তিনি ইসরাইলি বংশের ছেলে। তারপর তিনি লক্ষ করেন—ইসরাইলি জনগণকে নিয়মিত নির্যাতন করে যাচ্ছে এই মিশরিয়রা। এদের বর্বরতা ও জুলুম অবিচার দেখে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ব্যথিত হোন। এদিকে বর্ণ রূপ অবয়বে অনিন্দ্য এই যুবক 'আমাদের বংশের সন্তান' জেনে ইসরাইলি জনগণও ভরসা বোধ করতে থাকে। সাহসী শক্তিমান এই দৃঢ়চেতা যুবকের সরব সহযোগিতা নামিয়ে দেয় মিশরি গোমস্তাদের অত্যাচারের মাত্রা।

একদিনের ঘটনা। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কোনোকাজে শহরতলীর দিকে যাচ্ছিলেন। দেখলেন—এক মিশরি এক ইসরাইলিকে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। নির্যাতিত ইসরাইলি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দেখে চিৎকার করে সাহায্য চায়। জ্বলন্ত-জুলুম আগুন ধরিয়ে দেয় যুবক মূসার ক্ষুব্ধ মনে। শাসন করার মানসে চড় বসিয়ে দেন জালেম মিশরির গালে। নবীর চড় সইবার ক্ষমতা কোথায় জালেমের! সঙ্গে সঙ্গেই—বিদায় হে সুন্দর পৃথিবী!

মূলত এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরই ফেরাউন হুকুম করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার। এক শুভার্থী মিশরির পরামর্শে মিশর ছেড়ে চলে যান হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। চলে যান মাদায়েন শহরে। দীর্ঘদিন সেখানে কাটানোর পর আবার রওনা হোন মিশরের উদ্দেশ্যে। কিংবা রাখালি করতে করতে পৌঁছে যান পবিত্র উপত্যকায়। তারপর যখন রাত নেমে আসে, নেমে আসে কনকনে শীতের শিশির, অদূরে দেখতে পান আগুনের শিখা। অতঃপর কুরআনের ভাষায় সহযাত্রী পরিবার-পরিজনকে বললেন—

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

> 'যখন সে আগুন দেখল তার পরিবারবর্গকে বলল—তোমরা এখানে থেকো। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্যে সেখান থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব। অথবা আমি আগুনের কাছে কোনো পথনির্দেশক পাব।' [তা-হা:১০]

তার পরের কাহিনী আমাদের জানা। আগুনের কাছে যাওয়ার পর আগুন তো নয়—পেলেন নবুওয়ত। সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান মালিকের সাথে কথা হয় দীর্ঘসময়। মূসা হোন 'মূসা কালীমুল্লাহ'। আদেশ পান—আর পাহাড়ের কোলে কিংবা বনবাদাড়ে ছাগলের রাখালি নয়। ছুটে যাও মিশরে। দাওয়াত দাও ফেরাউনকে।

লাঠি অজগর হয়ে কুদরতের ঝলক দেখাল। হাতের অলৌকিক শুভ্রতা যখন এনে দিল স্বস্তির পরশ, তখন মনে হলো হযরত মূসা আলাইহিস সালামের—আমি তো আমার পরিবারকে রেখে এসেছি পেছনে। স্ত্রী সন্তান! আমি মিশরে চলে গেলে এদের খানাপিনা দেখাশোনার কী হবে!?

প্রিয় পাঠক! এই প্রশ্নটুকু তুলে আনবার জন্যেই কাহিনীর এই নাতিদীর্ঘ প্রেক্ষাপট! হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মনে যখন স্ত্রী সন্তানের খানাপিনার ভাবনা নড়ে উঠল, তখনই আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন—তোমার সামনের পাথরটিকে লাঠি দ্বারা আঘাত করো। আঘাত করলেন। পাথর ভেঙে গেল। দেখেন তার ভেতর আরেকটি পাথর। আদেশ হলো—আবার আঘাত করো। আঘাত করলেন। পাথর ভেঙে গেল। দেখেন এর ভেতর আরেকটি পাথর। হুকুম হলো—আবার আঘাত করো।

আঘাত করলেন। পাথর ভেঙে গেল। এবার দেখেন এর ভেতর ক্ষুদ্র একটি পোকা। আর তার মুখে এক টুকরো সবুজ ঘাস এবং এই পোকাটি বলছে—

سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِيْ وَيَسْمَعُ كَلَامِيْ وَيَعْرِفُ مَكَانِيْ وَيَذْكُرُنِيْ وَلَا يَنْسَانِيْ

'পূতঃপবিত্র সেই সত্তা—যিনি আমাকে দেখছেন; আমার কথা শুনছেন; আমার ঠিকানা যিনি জানেন এবং যিনি আমার কথা মনে রাখেন—আমাকে ভুলে যান না।'[১]

পরিবারের খানাপিনার শঙ্কা ও সংশয় কেটে যায় হযরত মূসা আলাইহিস সালামের। সেই সাথে এও প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে—খানাপিনার ভাবনা স্বভাবজাত। স্বভাবজাত এই ভাবনা সম্মানিত নবীকেও ভাবিত করে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কী ছাই! তাই সারাজাহানের পালনকর্তা প্রভুও পবিত্র কুরআনের নানা সুরায় নানা ভঙ্গিতে আশ্বস্ত করেছেন বান্দাকে। অভয় দিয়েছেন—বান্দা! এই বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির সমুদয় চাহিদা পূরণ করব আমিই!

আল্লাহই রিজিকদাতা

ইশারা ইঙ্গিত নয়। মহান প্রভুর সরাসরি ঘোষণা—

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনিই তাদের স্থায়ী-অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।' [হুদ:১১:৬]

লক্ষ করার বিষয় হলো—আল্লাহ তায়ালার অমোঘ ঘোষণা—'সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই'। প্রশ্ন হলো—কে আছে আল্লাহর উপর দায়িত্ব চাপানোর? তিনি তো কোনো শক্তির অধীন নন! তারপরও বলেছেন—এ আমার কর্তব্য! বলার অপেক্ষা রাখে না—এ কর্তব্য করুণার অনুকম্পার এবং অপার মমতার। মনে রাখবার কথা হলো—পৃথিবীর পিঠে বিচরণশীল সকল প্রাণীকে জীবিকাদানের কথা দিচ্ছেন আল্লাহ—যিনি কখনো কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেন না। মূলত দুর্বলচিত্ত বান্দাকে অভয় দানের জন্যেই মহান মালিক এখানে 'দায়িত্ব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিপরীতে বান্দা যেন পূর্ণ

---

[১]রুহুল মাআনী, ১১ খণ্ড, তাফসীর সূরা হুদ, আয়াত:৬॥ মাআরিফুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, হুদ, আয়াত:৬॥